খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 38 ❑ 05 Dec., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

অশান্ত বাংলাদেশ!

ভয়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে চোরাপথে ভারতে এসে ধৃত ৩

প্রতিনিধি ঃ হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তার ও হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় অশান্ত বাংলাদেশ।

কার্যত ভয়ে কাঁটা ওপার বাংলার সংখ্যা লঘু হিন্দুরা।

এবার প্রাণ ভয়ে বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে পালিয়ে ভারতে এসে পুলিশের হাতে আটক হল এক দম্পতি সহ তিন। বুধবার বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগে বনগাঁ থানায় চামড়াকুটি এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে পুলিশ ওই দম্পতি ও তার ভাগ্নেকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম গীতা মন্ডল, ভবসিন্ধু মন্ডল ও তাদের ভাগ্নে সুদীপ মন্ডল। বাড়ি বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ এলাকায়। ধৃত দম্পতির মেয়ে বিবাহিত; এ রাজ্যের ইছাপুরের বাসিন্দা। মেয়ে ঝরণা দেবী জানিয়েছে, বাংলাদেশে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হাওয়ায় চাপ তৈরি হয়েছিল। হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে। সেই চাপে ভয়ে আতঙ্কে ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে পালিয়ে এসেছে বাবা-মা, সঙ্গে মামাতো ভাইকে নিয়ে এসেছিল। বনগাঁর যে আত্মীয়ের বাড়ি এসেছিলে দম্পতি, সেই আত্মীয় খোকন বিশ্বাসের কথায়, 'বাংলাদেশের প্রচন্ড চাপ ও অত্যাচারে পালিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

বনগাঁ থানার পুলিশ খবর পেয়ে তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বনগাঁ মহকুমা আদলতে তোলা হলে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বনগাঁ মহকুমা আদালতের আইনজীবী সমীর দাস বলেন, ধৃতদের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার কাঙ্খিত নয় বলেই জানিয়েছেন তিনি।

দ্রুত নির্বাচন চান বাংলাদেশিরা

প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশের হিন্দু নেতা চিন্ময় দাসের গ্রেপ্তার এবং তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনার প্রতিবাদে বিজেপির পক্ষ থেকে সোমবার দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর পেট্রাপলে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল। ওই কর্মসূচিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছে বলে সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। ওই সমাবেশকে ঘিরেই আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এদেশে থাকা বাংলাদেশীদের মধ্যে। সে কারণে অনেকেই দেশে ফিরে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের ফরিদপুরের বাসিন্দা মিরাবিল মোল্লা শনিবার পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে দেশে ফিরছিলেন। জানালেন, ২৭শে নভেম্বর তিনি এদেশে এসেছিলেন। কিন্তু সোমবার গোলমাল হতে পারে। এই আশঙ্কায় আজই দেশে ফিরে যাচ্ছেন। একই কথা জানালেন মোঃ শেখ সেলিমও। তিনি আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। কয়েকদিন থাকার কথা থাকলেও দ্রুত দেশে ফিরছেন।

এদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশীদের মধ্যে আতঙ্ক কাজ করছে। ফরিদপুরের বাসিন্দার মিলন মন্ডল বললেন, চিন্ময় দাসকে জোরপূর্ব গ্রেফতার করা হয়েছে সে কারণেই দেশজুড়ে প্রতিবাদে নেমেছি আমরা। এবার আমরা এককা। গত কুড়ি বছরে এই ঐক্যবদ্ধতা দেখা যায়নি। অত্যাচার আগেও হয়েছে এখনো হচ্ছে। দেশে ফিরছিলেন শাহজাদ গাজী। তিনি বললেন, আমরা চাই ভারত বাংলাদেশ দু'দেশের মধ্যে

তৃতীয় পাতায়...

শুভেন্দুর বাণিজ্য বন্ধের দাবি ঘিরে বিতর্ক। সনাতনী ঐক্য পরিষদের সভা পেট্রাপোলে

প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশের হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তার এবং সংখ্যালঘুদের ওপর সীমাহীন অত্যাচারের প্রতিবাদে সনাতন হিন্দু ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা করা হলো পেট্রাপোল সীমান্তে। সোমবার দুপুরে আয়োজিত এই সভায় যোগদান করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির বেশ কয়েকজন নেতা বিধায়ক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মতুয়া ভক্ত গোঁসাই- পাগল- সাধু সন্ন্যাসীরা। ওই প্রতিবাদ সভার মঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া আক্রমণ করেছেন।

এদিন বিরোধী দলনেতা দাবি করে বলেন, পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে সোমবার সকাল ছয়টা থেকে বাণিজ্যের কাজ বন্ধ ছিল। শুভেন্দুর এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কারণ, বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এদিন সকাল থেকেই পণ্য আমদানি রপ্তানির

তৃতীয় পাতায়...

রক্ত দিলেন এসডিও, বিডিও

নীরেশ ভৌমিক: ভোটার তালিকায় বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে গাইঘাটা ব্লকের নির্বাচনী দফতর। গত ২৯ নভেম্বর ব্লকের ভারপ্রাপ্ত নির্বাচন আধিকারিক তন্ময় বিশ্বাস ও সহকর্মীদের উদ্যোগে এবং গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

IIAT
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation
INDIAN INSTITUTE OF ACCOUNTS AND TAXATION
EXPERIENCED FACULTY INCLUDING CA, CMA & ADVOCATE
Tally Prime
MS-Excel
E-filing of Income Tax Return
GST(Goods and Service Tax)
TDS / TCS
ESI / PF
ROC E-Filing
Trademark Filing
Basic Computer
Bongaon, North 24 Parganas
Phone : 980452-2070 707489-8575
Website : www.iiat.in

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৩৮ ❐ ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

মশা চিনুন; সর্তক হোন

রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গির দাপট। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষ ডেঙ্গি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর হারও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সতর্ক হবেন কীভাবে! কীভাবে চিনবেন ডেঙ্গি মশা। প্রায় সবারই জানা, এডিস ইজিপ্টি নামে এক বিশেষ প্রজাতির মশা এই রোগের বাহক। জেনে নিন, কেমন দেখতে হয় এই মশা। এডিস ইজিপ্টি মশা, অর্থাৎ ডেঙ্গির মশা গাঢ় কালো রঙের হয়। পায়ে থাকে সাদা সাদা দাগ। সাধারণ মশার থেকে আকারে ছোট হয় এডিস ইজিপ্টি। দৈর্ঘ্য মাত্র ৪ থেকে ৭ মিলিমিটার। স্ত্রী মশারা পুরুষদের তুলনায় লম্বা হয়। এরা খুব বেশি উড়তে পারে না। ডেঙ্গির মশা বেশিরভাগই দিনের বেলায় কামড়ায়। দিনের বেলায় এই মশা সবথেকে বেশি সক্রিয় থাকে। সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা পর থেকেই দাপট বাড়ায় ডেঙ্গির মশা। ডেঙ্গির মশার বিপদ দিনেই বেশি বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলও। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে থেকেই ক্ষমতা কমে এই মশার। তাই দুপুরে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গির মশার উপদ্রব।

হাবড়ায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত শ্রুতিকুঞ্জের বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা : গত ১০ নভেম্বর মধ্যাহ্নে শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ' সকলকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে আসেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ কঙ্কনা

সংগীতের মধ্যে দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় হাবড়া স্বামীজি পল্লীর সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান শ্রুতিকুঞ্জের বাৎসরিক অনুষ্ঠান। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার তথা কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গবেষক অরিন্দম সেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে ছোট্ট রাই কমল ঘোষ, সংগীত পরিবেশন করে শিশু শিল্পী উদিতা দাস, আরাধ্যা কুন্ডু, অনুভব মন্ডল, দীপিকা গাজী, বৃষ্টি সরকার, মেঘা নন্দী, উপাসনা শীল প্রমুখ। গিটারে শুভ, মধু, তবলায় সুরজিৎ দাস, মহাদেব শীল, শিশু শিল্পী আদ্রিতা, আরাধ্যা ও সৃজিতার কণ্ঠের সমবেত সংগীত, শুভম মল্লিক এর কণ্ঠে নজরুল গীতি, দ্বীপায়ন সরকারের খেয়াল এবং বিশেষভাবে সক্ষম স্নেহা সরকারের গাওয়া গান উপস্থিত মিত্র (রায় চৌধুরী)। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীর ছাত্র সুদীপ সাহা তার নিজের হাতে আঁকা এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কঙ্কনা দেবী প্রতিকৃতি তাঁরই হাতে তুলে দেন। উদ্যোক্তারা এদিন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিককেও স্মারক সম্মানে ভূষিত করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষিকা শিউলি হালদার, শিক্ষক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, সমাজকর্মী দাউদ গাজী এবং ওপার বাংলা থেকে আগত বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার বিশ্বজিৎ ঘোষ। এদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বাংলাদেশের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও নাট্যকার বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত 'কমল রেখা' কাব্যগ্রন্থটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

একদিনের অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসব

প্রতিনিধি ঃ ফোরাম ফর ইনটিমেট থিয়েটার এক্টিভিট অর্থাৎ 'ফিটা'-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো একদিনের অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসব। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার থিয়েটার স্পেসে এই উৎসবে 'ফিটা' -র চারটি দল অংশগ্রহণ করেছিল। অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতা বিভবন প্রযোজনা অন্যপথ, নির্দেশনা সুপ্রিয় সমাজদার। খড়দা থিয়েটার জোন প্রযোজনা অর্পণ, নির্দেশনা তপন দাস। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা প্রযোজনা বলাই, নির্দেশনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। এবং দমদম চক্রবাক প্রযোজনা ভয়, নির্দেশনা সঞ্জয় চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুরুতে চারজন পরিচালক, 'ফিটা'- র উদ্দেশ্য ও কাজ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। থিয়েটারের একটি স্বতন্ত্র ধারা, অন্ত রঙ্গ প্রতিটি নাটক উপস্থিত দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এই ফোরাম অন্তরঙ্গ নাটক নিয়ে কাজ করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। প্রতিটি নাটক শেষে ফিটার পক্ষ থেকে প্রত্যেক দলের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

সূর্যোদয় ভূমি অরুণাচল

অজয় মজুমদার

রংমৃত্যু অধ্যুষিত পৃথিবী। জগৎ জুড়ে চলছে মৃত্যুর প্রতিযোগিতা। আমরাও পিছিয়ে নেই। দুনিয়া জুড়ে গোলমাল চলছে, কী হবে কেউ জানে না। পেট্রোল পাম্পের মিটারে যেমন লিটার আর টাকা একসঙ্গে উঠতে থাকে, আক্রান্তের হার ও মৃত্যু-র হিসেবটা রোজ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ১৯৬২ সালে প্রথম ভারত চীন সংগঠিত যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। যুদ্ধে চীনের কাছে ভারত পরাজিত হয়। চিন তিব্বত দখল করার পর ভারতের বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ ও আকসাই চীনের অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলে দাবি করে। এভাবে যে সীমান্ত সমস্যার শুরু হয় তা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের সূচনা করে। যুদ্ধে চীন জয়ী; একতরফা যুদ্ধবিরতি জারি করে, আকসাই চীন দখলে রাখে কিন্তু অরুণাচল প্রদেশ ফিরিয়ে দেয়। যুদ্ধের পর ভারত সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ভারতের শান্তিবাদী বিদেশনীতিও কিছুটা পরিবর্তিত হয়।

অরুণাচল ভ্রমণ শুধুমাত্র প্রকৃতির কোলে নিজেদের সঁপে দিয়ে তার শোভায় মোহিত হওয়া নয়। এখানে ভ্রমণ করলে দেশপ্রেম জেগে ওঠে। খানিকটা স্বাধীনতা সংগ্রামের মত। ততটা জনজাগরণ হয়তো হয়নি? কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে দেশপ্রেমের মন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। যে মন্ত্রে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও কেউ পিছিয়ে আসেনি। এক মন নিয়ে অরুণাচল প্রদেশ ভ্রমণ এসেছিলাম । এখানে আসার পর নিজেদের অনুভূতি পাল্টে গেল। ভ্রমণকে এক অন্য আঙ্গিকে দেখলাম। কলকাতা থেকে বিমানে গৌহাটি এলাম। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি করে পল্টন বাজারের "সাইরয় লিলি" হোটেলে পৌঁছালাম। ওখান থেকেই ভ্রমণ পর্ব শুরু হল। "চলো যাই"ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে রওনা হই গোহাটি থেকে অরুণাচল প্রদেশ।

অরুণাচল প্রদেশের মানে ডন- লিট পর্বতমালার ভূমি, যা সংস্কৃতে রাজ্যের জন্য সোব্রিকেট। অরুণাচল প্রদেশ, যার অর্থ "উদীয়মান সূর্যের ভূমি", দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের একটি স্বীকৃত অঞ্চল, কালিকা-পুরাণ এবং মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণের মতো প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে উল্লেখ রয়েছে। অরুণাচল শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে, যার অর্থ "সূর্যদয়ের পাহাড় "। এই রাজ্যটিকে ভারতের প্রথম সূর্যোদয়ের স্থান বলা হয়।

গৌহাটি থেকে সকাল সাড়ে আটটায় আমরা রওনা হলাম ভালুকপং এর উদ্দেশ্যে। আমরা চললাম ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে। অসমের জেলা নওগাঁও, আমরা লাঞ্চ সারলাম। আবার চললাম উপর পাথর গ্রামের উপর দিয়ে। তারপর ওড়িয়াগাঁও, এখানে টিনের দোচালা বাড়ির প্রাধান্য। কিছু পরেই এলো ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর দিয়ে দুই কিলোমিটার দীর্ঘ ভোমরা ব্রীজ। আমরা পার হলাম। এপারে নওগাঁ জেলা ব্রিজের ওপারে সনিৎপুর জেলা। এই জেলার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক শহর হল তেজপুর। এভাবে অসম গ্রামগুলির পার হয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। গ্রাম বালি পাহাড়,, চারদোয়ার নামেরী টাইগার রিজার্ভ। এবার আমরা একটু দাঁড়ালাম, দেখলাম জিয়াভবালি নদী। এখানে সত্যভাই অনেক ছবি তুলল। ওর সঙ্গে আজই প্রথম পরিচয়। নাম সত্যজয় মুখার্জি। ভালো মনের মানুষ। বয়সে আমার থেকে কিছুটা ছোট। অশোকদা বড় ভাই, আমি মেজদা এবং সত্য ছোট ভাই বলে পরিচিত হয়ে গেল। এতটা রাস্তায় কোন পাহাড় নেই। আছে জঙ্গল, চাষের জমি, জলাভূমি ইত্যাদি। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা লোয়ার ভালুকপং পৌঁছাই। উঠলাম ওয়াল ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে। ভালুকপং হল অরুণাচল প্রদেশের প্রবেশদ্বার ও এই স্থানটি ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরপাড়ে তেজপুর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে একটি অতি মনোরম ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর স্থান।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

'মানুষের মন যমুনার তরঙ্গ কত কথাই না বলে। এই তরঙ্গের ভাষা সে ছাড়া আমরা বুঝতে পারিনা। একটা মানুষ আনন্দ করে। এই আনন্দ মনের মধ্যে যখন প্রবল ভাবে তরঙ্গায়িত হয়।' সেটা এভাবেই ফুটে বের হয়। মানুষের জীবন একটা নদী। নদীর জল যেখানে কম, ঢেউ সেখানে বেশি। সমুদ্রের ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ে। আবার গভীর সমুদ্রে ঢেউ থাকে না। যে সংসারে গভীরতা থাকে, সেখানে নিস্তরঙ্গ জীবন।'

দিদির এই মাটির বাড়ি পরিষ্কার করতে আনন্দ হতো না দুঃখ হতো আমি জানিনা। তবে এটুকু বুঝেছিলাম, দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করার একটা ক্ষমতা বড়দির ছিল। এ কথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম দিদিদের বিয়ের সময়। আমার বড়দি আর মেজদির এক রাতেই বিয়ে হয়েছিল। পুরো উঠোনটাকে টিনের ছাউনি আর টিন দিয়ে ঘিরে। দুটো বরাসন তৈরি করা হয়েছিল। একজন জমিদারের ছেলে। আর একজন শিক্ষিত স্কুল মাস্টার। তখনকার দিনে স্কুল মাস্টারদের হাল অনেকেই আমরা এখন জানি। বাজি বাজনা লোক লস্কর সমেত মেজো জামাইবাবু এসেছিল। বড় জামাইবাবুর আসা ছিল সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। তবুও শব্দ হয়েছিল। অন্য পক্ষের বর যাত্রীরা প্যান্ডেলের টিন বাজিয়েছিল। তাতে কী মহত্বের গরিমা কিছু কমে যায়! বড়দি কনে সাজে হেসে বলেছিল, "কী আর হবে! ও তো আমার ছোট বোনের স্বামী। ওদের একটু মজা করার ইচ্ছা হয়েছিল করুক।"

সে রাতে দিদির কিছু রান্না করল না। দুপুরে ডাল ও আলু ভাজা করেছিল। আর মায়ের পাঠানো খাবার খেয়েই খাটে শুয়ে পড়লাম। আমি আর কথা বাড়াইনি, কেবল বলেছিলাম, তুই তো খাটে শুতিস। আমাকে খাটে দিলি কেন! দিদি আমার থুতনি নাড়িয়ে বলেছিল, "এটা আমার শ্বশুর বাড়ি। আমি মাটিতেও শুতে পারব। আর তোকে মাটিতে শুতে দিয়ে আমি খাটে শুলে মা কষ্ট পাবে। ভাই, আমাকে যে এখন দুটো সংসারের মেলবন্ধ হয়ে থাকতে হবে।"

এত গভীরে চিন্তা করার মতো বয়স হয়নি তখন। তবু বুঝেছিলাম, মেয়েদের এক জায়গায় জন্ম বড় হওয়া, আর জীবন কাটায় আর এক জায়গায়।

রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা। ভোর হয়েছে। ঘুম ভেঙে বিছানায় বসেছি। খাটের পাশেই জানলা। দিদি বলল," জানালা খুলে দে। জানলা খুলতেই একটা তরল রোদ বিছানায় ছড়িয়ে পড়ল। শীত যেন উত্তাপ হয়ে অঙ্গে কোমল পরশ বুলিয়ে দিল।

এত সহজেই যে প্রকৃত গ্রাম্যপ্রকৃতি আকৃষ্ট করতে পারে, তা আমি জানতাম না। আগে মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড় ঘুরে বেড়ালেও, সেসব কোনদিনও চেনার চেষ্টা করিনি। বড়দি জানলা খোলার পর দেখলাম, রাস্তার ওপারে একটা তুঁত গাছ উঁচু হয়ে ডালপালা মেলে ছড়িয়ে আছে। তার ফাঁক দিয়ে নতুন সূর্যকিরণ খাটে এসে পড়ছে।

তখনও খাট থেকে নামিনি। কানে আসল টুংটাং মিশ্র শব্দ। দিদির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "শব্দটা কিসের রে?"

লেপ ভাজ করতে করতে দিদি বলল, "বিশ্বাসদের গরু বাথানে নিয়ে যাচ্ছে রাখাল। সন্ধ্যে হওয়ার আগে ফিরিয়ে আনবে। তখন গরু গুলো খানিকটা সময় বাইরে খুঁটায় বাধা থাকবে। সামনে নাঁদায় মাখা জাবনা আর জল থাকবে, তার থেকে কিছু খেয়ে নেবে। যে যতটা পারে। জলটা পুরোপুরি খেয়ে নেয়। সারাদিন চরে ঘাস খেয়ে বিকেলে গোয়ালে ফেরার আগে মাঠেই বেশ খানিকটা সময় ধরে জাবনা কেটে নেয়। যাতে বাথান থেকে মাখা জাবনাটা খেতে পারে। এটা ওদের নেশা বলা যায়। পেট ভর্তি থাকলেও খাবে। ভাতের ফ্যান, ভুসি, বিচালির গন্ধ মাখা জাবনা ছাড়তে পারে না। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় গোয়াল ঘরে ঘুটে জ্বালিয়ে ধুমা দিয়ে মশা তাড়িয়ে গরু তুলে দেয়।"

চলবে...

আবাস যোজনা প্রকল্পে বিশেষ সভা চাঁদপাড়ায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৪ ডিসেম্বর চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ স্থানীয় চাঁদপাড়া নিম্নবুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পকে সার্থক করে তুলতে উপভোক্তাদের এক সভার আয়োজন করে। সভায় অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের কয়েকশো মানুষ উপস্থিত হন। অঞ্চল প্রধান দীপক দাস আহুত সভার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। উপস্থিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শিক্ষক মধুসূদন সিংহ বলেন, আবাস প্রকল্পে বসত গৃহ নির্মানের জন্য বরাদ্দ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই অর্থ দিচ্ছে না, তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের কোষাগার থেকে এবারে সেই অর্থ বরাদ্দ করেছেন। পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক সোমা সাহা জানান, চাঁদপাড়া অঞ্চলে মোট ৫৪৩ জন যোগ্য ব্যক্তির নাম

বিবেচিত হয়েছে; ৪৭ জন উপভোক্তাকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। আর ১৭ জন ব্যক্তির নাম বিবেচনায় রয়েছে। প্রধান শ্রীদাস বলেন, প্রত্যেককে তিন কিস্তিতে টাকা প্রদান করা হবে। বরাদ্দ অর্থে সঠিক ভাবে গৃহ নির্মানের আহ্বান জানান প্রধান দীপক বাবু। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রবীণ পঞ্চায়েত সদস্য শতদল দেব। উপস্থিত ছিলেন পিডিও সুদীপ্ত দাস সহ অঞ্চলের অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যগণ।

জীবনতলায় ইফকোর কৃষকসভা অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২৯ নভেম্বর অপরাহ্নে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং-২ ব্লকের জীবনতলায় এক কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হল ইফকোর উদ্যোগে। স্বাধীন ভারতের প্রাচীন সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার সমবায় লিঃ এর (IFFCO) জেলার ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝার আহ্বানে এদিন জীবনতলা এলেকার অর্ধশতাধিক কৃষিজীবী মানুষ আগত কৃষি বিষয়ক আলোচনায় যোগদান করেন। সভায় সমবেত কৃষকদের সামনে ইফকোর জেলার ক্ষেত্র প্রবন্ধক এবং বিশিষ্ট সার ও কীটনাশক বিশেষজ্ঞ মিঃ রীতেশ ঝা ইফকোর যুগান্তকারী আবিষ্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি (তরল) সারের গুনাগুন এবং জমি ও ফসলের একান্ত প্রয়োজনীয় ন্যানো ডি এ পি তরল সারের গুনমান এবং জমিতে এই সার ব্যবহারের পদ্ধতি বিশদে তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে ইফকোর সাগরিকা সার এবং বায়োফার্টিলাইজার, প্রকৃতিক পটাশ ইত্যাদি সার ও কীটনাশকের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার সম্পর্কেও মিঃ ঝা বিস্তারিতভাবে সমবেত কৃষকগণকে জানান। এদিনের কৃষি আলোচনা চক্রে উপস্থিত কৃষকগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ চোখে পড়ে।

শ্রীনগর নাট্যমিলন গোষ্ঠীর নাট্য আলোচনা

সঞ্জিত সাহা ঃ বর্তমান থিয়েটার কি সমাজ গঠনে সঠিক ভূমিকা নিতে পারছে? এই বিষয়ের উপর এক আলোচনা সভার আয়োজন করে জেলার অন্যতম নাট্যদল শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর

সদস্যরা। ভারত সরকাররের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে গত ১ ডিসেম্বর সংস্থার মহড়াকক্ষে অনুষ্ঠিত নাট্যসেমিনারে জেলার বিভিন্ন নাট্য দলের নির্দেশক ও পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। নাট্যমিলন গোষ্ঠীর কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা দিলীপ ঘোষের উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া লোকসংগীতের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার সূচনা হয়। সমবেত নাট্য ব্যক্তিত্বগণ বিষয়ের উপর মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

বক্তব্য ছাড়াও ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাটকের গান পরিবেশন করেন গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের পরিচালক জীবন অধিকারী, অভিনেত্রী মাধুরী ঘোষ ও সংগীত শিল্পী নমিতা বিশ্বাসের গাওয়া গান এবং শ্রাবনী সর্দার পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান উপস্থিত সকলের মনোরঞ্জন করে। পরিশেষে আবৃত্তি করেন প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক।

এদিনের অনুষ্ঠিত নাট্য সেমিনারে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বাংলার সিঞ্চন হালিশহরের প্রবীণ নাট্য কর্মী যোগরাজ চৌধুরী, গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের পরিচালক জীবন আধিকারী, খাঁটুরা চিত্তপটের শুভাশিস রায় চৌধুরী, ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সের জগদীশ ঘরামী, হাবড়া নান্দনিকের বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা তিমির বরণ বিশ্বাস, খড়দহ থিয়েটার জোনের বলিষ্ঠ অভিনেতা তপন দাস, বিরাটি ব্রাত্য সারথির বিভাস সাহা ও শান্তনু চক্রবর্তী, গোবরডাঙা নাট্যায়ণ কর্ণধার নারায়ন বিশ্বাস, আগরপাড়া কালপুরুষ এর বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব রাজা গুহ প্রমুখ। বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ববর্গের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও মূল্যবান বক্তব্যে হাবড়া নাট্যমিলন গোষ্ঠী আয়োজিত এদিনের নাট্য আলোচনা সভা নাট্যকর্মী সৌমেন দাসের সঞ্চালনায় বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

জগদ্ধাত্রী পুজো

নীরেশ ভৌমিক ঃ নানা অনুষ্ঠান ও বহু বিশিষ্টজনের সমাগমে জমজমাট হয়ে ওঠে ঠাকুরনগরের উদয়ন সংঘ আয়োজিত শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পুজো, অনুষ্ঠান ও মেলা।

গত ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় উদয়ন সংঘ আয়োজিত জগদ্ধাত্রী পুজো মেলার অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মঞ্চে গুনীজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মমতা ঠাকুর, প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, সহ-সভাপতি গোবিন্দ দাস, কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, অঞ্জনা বৈদ্য, বাপী দাস, জেলা পরিষদ সদস্য শিপ্রা বিশ্বাস, গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকার, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক প্রমুখ। অগণিত দর্শক সমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ গত ১১ নভেম্বর ধর্মপুর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট জয় তারা সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা পরিবেশন করল নৃত্য ও নাটকের অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে লোকনৃত্য পরিবেশন করে অভিপ্সা ঘরাই, অঞ্জলি মৃধা, অর্পিতা পাল, রাজ্যশ্রী দাস, দেবযানী মিস্ত্রি, আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য এবং ঋতুপর্ণা মুখার্জী।

শুভেন্দুর বাণিজ্য বন্ধের দাবি ঘিরে বিতর্ক

প্রথমপাতার পর...

কাজ স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, সোমবার সকাল থেকে অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক নিয়মে বাণিজ্যের কাজ হয়েছে। বাণিজ্য বন্ধ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই দাবি পাল্টা দাবি ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এদিন শুভেন্দু বাবু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর যদি অত্যাচার বন্ধ না হয় এবং চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে নিঃশর্ত মুক্তি না দেওয়া হয়, তাহলে ২০২৫ সালে লাগাতার বাণিজ্য বন্ধ করে পেঁয়াজ আলু দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে। তখন দেখবো, ওরা কী খেয়ে বেঁচে থাকে? বিরোধী দলনেতা ইউনুসের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অতীত কখনো ভুলে যাবেন না! নির্যাতন বন্ধ না হলে এখনকার নতুন রাজাকারদের কিভাবে আত্মসমর্পণ করাতে হয়, ভারত সরকার তা ভালোভাবে জানে। তিনি বলেন হাঁসিমারাতে বেশ কিছু শব্দ দানব মজুত করা আছে। ভারতের বীর সৈনিকরা যদি দুটো ঘুরিয়ে দেয়, তাহলে মৌলবাদী ইউনুস সরকার পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।

বিরোধী দলনেতা জাতি সংঘের কাছে আবেদনের করে বলেন, জাতিসংঘের কাছে আবেদন করব, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নির্যাতন বন্ধে হস্তক্ষেপ করুন আপনারা। পাশাপাশি তার কটাক্ষ— একদিনে কলকাতায় যা গারবেজ জমে, তা বাংলাদেশে ঢেলে দিলে ওরা চাপা পড়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু বলেন, এ রাজ্যে দুর্গাপূজা বন্ধ হলে মন্দির ভাঙচুর হলে তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ কোথায় থাকে? ওনার কারণেই সংখ্যালঘুরা এখানে বাড়ছে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি সভা মঞ্চ থেকে মুসলমানদের বয়কটের ডাক দেন। সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মুসলমানদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখবেন না। বিরিয়ানি খাওয়া বন্ধ করে দিন। গত চার বছরে গোটা রাজ্য জুড়ে মুশল মানরা বিরিয়ানির দোকান দিয়েছে। আর আপনারা সে সব খান। যদিও এদিনের কর্মসূচিতে আসা কয়েক হাজার মানুষকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিরিয়ানি খাওয়ানো হয়েছে।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার এবং বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন দুপুরে সভা মঞ্চে নিজের বক্তব্য শেষ করবার পর শুভেন্দু বাবু সনাতনীদের নিয়ে বাংলাদেশের কাছে নোম্যান্স ল্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছান। সেখানে বিএসএফ তাদের আটকে দেয়। ভিড়ভাট্টায় ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পাশ দিয়ে যাওয়া বাংলাদেশী যাত্রীদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি ছুড়ে দেওয়া হয়। পুলিশি তৎপরতায় সেসব সামাল দেওয়া যায়। নোম্যান্সল্যান্ডে থেকেই গ্যাস বেলুন আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়। তাতে চিন্ময় দাসের মুক্তির দাবি জানানো ছিল। শুভেন্দু বাবু বলেন, এই বেলুন ওড়ানো হলো। কারণ, সরকারের কাছে আমরা আমাদের দাবি পৌছে দিতে চাই। এদিন দূরদূরান্ত থেকে গাড়ি ভর্তি করে সনাতনী মানুষেরা সভাস্থলে আসেন। তাদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা এবং জয় শ্রীরাম লেখা সনাতনী পতাকা।

রক্ত দিলেন এসডিও, বিডিও

প্রথমপাতার পর...

ব্যবস্থাপনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ব্লকের সৃষ্টি হলে এদিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি ও বিডিও নীলাদ্রি সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস প্রমুখের কণ্ঠে কবিগুরুর 'আগুনের এই পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' সংগীতের মধ্য দিয়ে মঙ্গলদ্বীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন হয়। প্রথম রক্ত দাতাদের প্রস্ফুটিত গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

জ্ঞাপন করেন সভাপতি ইলা দেবী ও বিডিও শ্রী সরকার। রক্তদান উৎসবকে সার্থক করে তুলতে ব্লকের কর্মী'গণ ছাড়াও ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী ও বুথ লেভেল কর্মীগণও রক্তদানে অংশ গ্রহণ করেন। রক্তদাতা ও উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে আসেন বনগ্রাম মহকুমা প্রশাসক উর্মি দে বিশ্বাস, ছিলেন ব্লকের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের ইঞ্জিনিয়ার খাঁন সাহেব।

এদিনের শিবিরে বিগত বছরের মহকুমা শাসক শ্রীমতি দে বিশ্বাস ও খাঁন সাহেব ছাড়াও এদিনের শিবিরে বিগত বছরের মত এবারও রক্ত দান করেন ব্লকের বিডিও নীলাদ্রি বাবু। সকলেই আধিকারিকগণ'কে স্বাগত জানান। কলকাতার ভরুকা ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসক ও কর্মীগণ এদিন মোট ৬৩

জন রক্ত দাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট। সকল রক্ত দাতাকে ব্যাজ ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের রক্তদান শিবিরকে ঘিরে রক্তদাতা এবং ব্লকের উপস্থিত সকল কর্মী ও আধিকারিকগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

দ্রুত নির্বাচন চান বাংলাদেশিরা

প্রথমপাতার পর...

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজিয়ে থাকুক। উপদেষ্টা সরকার দেশ চালাতে ব্যর্থ। তাদের উস্কানিমূলক কথাবার্তা তেই দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে। আমরা চাই দ্রুত নির্বাচন হয়ে নির্বাচিত সরকার তৈরি হোক। তাহলেই দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হবে। আমাদেরও তাতে অনেক সুবিধা হবে।

যাত্রী যাতায়াতের উপর প্রভাব পড়লেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোনো প্রভাব পড়েনি এখনও। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, দুদেশের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হলেও এখনো বাণিজ্যে কোনো প্রভাব পড়েনি। এদিন পেট্রাপোলে গিয়ে দেখা গেল, বহু বাংলাদেশী দ্রুত দেশে ফিরছেন, তাদের চোখে মুখে আতঙ্ক। তারা জানালেন, দেশজুড়ে অশান্তি চলছে। ভাঙচুর লুটপাট অগ্নিসংযোগ চলতেই আছে। অন্তর্বর্তী সরকার এসব ঠেকাতে ব্যর্থ। আমরা চাই দেশে দ্রুত শান্তি ফিরুক।

হনুমানজীর পুজোয় শীতবস্ত্র বিতরণ ও নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক: বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও ২১ নভেম্বর মহাসমারোহে দশম বার্ষিক শ্রীশ্রী বীর হনুমানজীর স্মরণোৎসব উপলক্ষে পুজো, বস্ত্রপ্রদান এবং সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের সদস্যগণ। ২১ নভেম্বর চাঁদপাড়া ঠাকুরনগর সড়কের ঢাকুরিয়া বকচরা মোড় সংলগ্ন সবুজ সংঘ অঙ্গনের হনুমানজির মন্দিরে সাড়ম্বরে বীর হনুমানজীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। দূর দূরান্ত থেকেও ভক্তরা এসে পুজোয় অংশ নেন। পুজো উপলক্ষে মন্দির ও অঙ্গন ফুল-মালা এবং আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। অপরাহ্নে পুজো শেষে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২৩ নভেম্বর সন্ধ্যাতে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি গোবিন্দ দাস, সমাজসেবি শ্যামল বিশ্বাস, প্রদীপ ভট্টাচার্য, ভবেশ দত্ত, উত্তম লোধ সহ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যগণ সহ কলকাতার মহানির্বাণ মঠের প্রতিনিধি স্বামীজি এবং সদস্যগণ। বস্ত্র প্রদান শেষে আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে বাউল সংগীতের অনুষ্ঠানে এলাকার বহু ধর্মপ্রাণ মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

দেহ ব্যবসা সহ বিভিন্ন বেআইনি কারবারের অভিযোগে একাধিক হোটেলে অভিযান চালালো পুরসভার প্রতিনিধি দল

নিজস্ব সংবাদদাতা বনগা : সম্প্রতি সীমান্ত শহর বনগাঁর কয়েকটি হোটেলের বিরুদ্ধে দেহ ব্যবসা সহ একাধিক বেআইনি কারবারের অভিযোগ পেয়ে হোটেল গুলিতে অভিযান চালালো বনগাঁ পৌরসভার প্রতিনিধিরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় পৌর প্রতিনিধি দল বনগাঁ পুর এলাকার একাধিক আবাসিক হোটেলে অভিযান চালায়। তৈরি করা হয় রিপোর্ট। হোটেল গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়, আগামী সোমবার হোটেলের ভাড়া নেওয়া ব্যক্তিদের নথি সহ সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে পুরসভায় দেখা করবার জন্য। পুর প্রধান গোপাল শেঠ এ বিষয়ে বলেন, একাধিক বার আমরা মানুষের অভিযোগ পেয়েছি, বনগাঁর বেশ কিছু হোটেলে দেহ ব্যবসা ও অবৈধ কাজ চলছে। পুর আইন অনুযায়ী আমরা সেসব আবাসিক হোটেলে গিয়ে তদন্ত করি এবং একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়। হোটেল মালিকদের আগামী সোমবার পুরসভায় হোটেলের সমস্ত নথি নিয়ে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে, তাদের হেয়ারিং করা হবে এবং এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, বনগাঁ শহরে বাংলাদেশের থেকে আসা এবং যাওয়া একাধিক ব্যক্তি বনগাঁর বিভিন্ন হোটেলে থাকেন। আমদানি রপ্তানি একাধিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশিরাও ভারতে এসে বনগাঁ শহরে হোটেল ভাড়া নেয়। অতীতে একাধিক হোটেলে দেহ ব্যবসা সহ নানাবিধ বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। অশান্ত বাংলাদেশের কোন বেআইনি কারবারি অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে হোটেল গুলিতে আশ্রয় নিল কিনা সেদিকেও কড়া নজর রাখে প্রশাসন বলে জানা গিয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় করে দুই নাবালিকা বোনকে অপহরণ, উদ্ধার পুলিশের , ধৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা বনগাঁ : সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় করে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে দুই নাবালিকাকে অপহরণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল বনগাঁয়। থানায় অভিযোগ দায়েরের পর তদন্তে নেমে ওই নাবালিকাদের উদ্ধার করল পুলিশ। গ্রেপ্তার করলো দুই অভিযুক্তকে। পুলিশ জানিয়েছে, অপহৃত নাবালিকাদের বাড়ি বনগাঁ থানা এলাকায়। অভিযুক্ত দুই যুবক বাপন হালদার ও সুমন মন্ডল। তাদের বাড়ি নদীয়া জেলার শান্তিপুর ও বাগদা থানার মালিপোতা গ্রামে। ধৃতদের শুক্রবার রাতে হাওড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার সকালে ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের শারীরিক পরীক্ষার জন্য বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই নাবালিকা দুই বোন। বেশ কয়েক মাস আগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অভিযুক্তদের সাথে পরিচয় হয়েছিল তাদের। পরে ফোন নাম্বার বিনিময় হতেই সম্পর্ক আরও গভীর হয়। অভিযোগ, তারপরেই দুই নাবালিকাকে কাজের প্রলোভন দেয় ধৃতরা। ধৃতদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েই ১৩ নভেম্বর ভোরবেলা পড়তে যাওয়ার নাম করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় দুই বোন। দুই মেয়ের কোন খবর না পেয়ে বনগাঁ থানা দ্বারস্থ হয়েছিল পরিবার। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই দুই নাবালিকাকে নিয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে ধৃতরা। ধৃতরা বারবার ঠিকানা বদল করায় তাদের ধরতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছে পুলিশের। অবশেষে হাওড়াতে এলে পুলিশ তাদের আটক করে বনগাঁয় নিয়ে আসে। উদ্ধার হওয়া ২ নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষার জন্য বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

আমাদের সোনার দাম পেপার- রেট ও নৈমিত্তিক মূল্য অনুযায়ী

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর
থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**